বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়
৮৩-৮৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
এস্টেট এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ।

ফোন ঃ ০২২২৩৩৮৪৫৩৯
ই-মেইল ঃ
dgmengineering@krishibank.org.bd

ঋণ আদায় মহাবিভাগ পরিপত্র নং-০২/২০২৪

তারিখঃ ২৪ নভেম্বর ২০২৪ খ্রিঃ / ০৯ অগ্রহায়ন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

নিলাম সংক্রান্ত নীতিমালা-২০২৪

(অর্থঋণ আদালত আইন ২০০৩, এর ৩৩(৭) ধারায় সনদপ্রাপ্ত সম্পত্তি নিলামের মাধ্যমে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে)

বাংলাদেশ ব্যাংক, ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ, বিআরপিডি সার্কুলার নং-২২, তারিখঃ ২০ সেপ্টেম্বর ২০২১ অনুযায়ী, ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ অনাদায়ে আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যাংক ঋণের বিপরীতে গৃহীত জামানত/বন্ধকীকৃত সম্পদের মালিকানা লাভ করলে এরূপ সম্পদের উদ্ভব হয়। এক্ষেত্রে অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ৩৩(৭) ধারা মোতাবেক আদালত কর্তৃক ব্যাংক ঋণের বিপরীতে গৃহীত জামানত/বন্ধকীকৃত সম্পদের মালিকানা স্বত্ব ব্যাংকের অনুকূলে পাওয়ার পর দ্রুততম সময়ের মধ্যে এরূপ সম্পদ ব্যাংকের নামে রেজিস্ট্রেশন ও মিউটেশন করে দখলী স্বত্ব (Physical Possession) নিশ্চিতকরণসহ প্রয়োজনীয় আইনী প্রক্রিয়া সম্পন্নকরতঃ ঋণগ্রহীতার ঋণ সমন্বয়পূর্বক প্রাপ্ত সম্পদ ব্যাংকের হিসাবে Non-Banking Asset হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সংশ্লিষ্ট ঋণ সমন্বয়পূর্বক ব্যাংকের হিসাবে Non-Banking Asset (NBA) খাতে অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশনা বিআরপিডি সার্কুলার নং-২২ এ রয়েছে। সেইসাথে উক্ত সার্কুলারের ৫ নং অনুচ্ছেদ মোতাবেক-

"Non-Banking Asset ব্যাংকের কোন দাবী বা প্রাপ্য পরিশোধের সূত্রে অর্জিত বিধায় ব্যাংক কোনভাবেই এরূপ সম্পদ অর্জনের তারিখ হতে ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ১০ নং ধারা মোতাবেক ০৭(সাত) বছরের অধিক মেয়াদে ব্যাংক তার স্বীয় অধিকারে রাখতে পারে না। সে কারণে সম্পদ অর্জনের পর যত দ্রুত সম্ভব তা বিক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। তবে প্রয়োজন হলে ব্যাংক উক্ত সম্পদ (সম্পূর্ণ বা আংশিক) নিজস্ব ব্যাংকিং কার্যক্রমে ব্যবহার করতে পারবে।"- মর্মে উল্লেখ রয়েছে।

ধারা-১. অর্থঋণ আদালত আইন ২০০৩, এর ৩৩(৭) ধারায় সনদপ্রাপ্ত সম্পত্তি নিলামে বিক্রয়ের পূর্বে নিম্নলিখিত যোগ্যতাসমূহ অর্জন করতে হবেঃ

(১) যোগ্যতাসমূহঃ

(১ক) সম্পত্তি অর্থঋণ আদালত আইন ২০০৩, এর ৩৩(৭) ধারায় সনদপ্রাপ্ত হতে হবে।
(১খ) ব্যাংকের নামে রেজিস্ট্রেশন থাকতে হবে।
(১গ) ব্যাংকের নামে মিউটেশন/নামজারী থাকতে হবে।
(১ঘ) ব্যাংকের দখলে থাকতে হবে।
(১ঙ) ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিআরপিডি সার্কুলার নং-২২ এর ১ নং অনুচ্ছেদ মোতাবেক, সম্পত্তির বাজার মূল্য নিরুপন করে ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।
(১চ) ভবিষ্যতে ব্যাংকের নিজস্ব প্রয়োজনে ব্যবহৃত হবে না এমন সম্পত্তি হতে হবে।

চলমান পাতা -০২

ধারা-২. <u>নিলাম বিক্রয় সংক্রান্ত বিধানাবলীঃ</u>

(১) ব্যাংক কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে অর্থঋণ আদালত আইন ২০০৩, এর ৩৩(৭) ধারায় সনদপ্রাপ্ত এবং ধারা-১ এ বর্ণিত যোগ্যতাসম্পন্ন কোন সম্পত্তি/ আংশিক সম্পত্তি নিলামে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে [অন্য কোনোরুপ আইনী জটিলতা সৃষ্টি না হলে কোন সম্পত্তি/ আংশিক সম্পত্তি ১ ধারায় বর্ণিত যোগ্যতাসমূহ অর্জনের তারিখ হতে অনধিক ০৬(ছয়) মাসের মধ্যে] কোন সম্পত্তি/ আংশিক সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট শাখার নিজস্ব খরচে বিজ্ঞপ্তি প্রচারের তারিখ হতে অন্যূন ১৫(পনের) দিবসের সময় দিয়ে সীলমোহরকৃত টেন্ডার আহবান করবে, উক্ত বিজ্ঞপ্তি কমপক্ষে বহুল প্রচারিত একটি বাংলা জাতীয় দৈনিক পত্রিকায়, তদুপরি ন্যায় বিচারের স্বার্থে প্রয়োজন মনে করলে স্থানীয় একটি পত্রিকায়, যদি থাকে প্রকাশ করবে, এবং বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়, মুখ্য আঞ্চলিক কার্যালয় ও শাখার নোটিশ বোর্ডে লটকে ও বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের নিজস্ব ওয়েবসাইট (Website) এ প্রকাশ করেও উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রচার করবে।

(২) প্রত্যেক দরদাতা, উদ্ধৃত দর অনুর্ধ্ব ১০,০০,০০০(দশ লক্ষ) টাকা হলে তার ২০%, উদ্ধৃত দর ১০,০০,০০০(দশ লক্ষ) টাকা অপেক্ষা অধিক এবং অনুর্ধ্ব ৫০,০০,০০০(পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা হলে তার ১৫% এবং উদ্ধৃত দর ৫০,০০,০০০(পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা অপেক্ষা অধিক হলে তার ১০% এর সমপরিমাণ টাকার, জামানত স্বরূপ, ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার সংশ্লিষ্ট শাখার অনুকূলে দরপত্রের সাথে দাখিল করবেন।

(২ক) দরপত্র সরাসরি নির্দিষ্ট দরপত্র বাক্সে (সংশ্লিষ্ট শাখা এবং বিভাগীয় কার্যালয় এর তত্ত্বাবধানে রক্ষিত) কিংবা রেজিস্ট্রিকৃত ডাকযোগে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণের মাধ্যমে দাখিল করতে হবে।

(২খ) অনুর্ধ্ব ১০,০০,০০০(দশ লক্ষ) টাকার উদ্ধৃত দর গৃহিত হওয়ার পরবর্তী ৩০(ত্রিশ) দিবসের মধ্যে ১০,০০,০০০(দশ লক্ষ) টাকা অপেক্ষা অধিক এবং অনুর্ধ্ব ৫০,০০,০০০(পঞ্চাশ লক্ষ) টাকার উদ্ধৃত দর গৃহিত হওয়ার পরবর্তী ৬০(ষাট) দিবসের মধ্যে এবং ৫০,০০,০০০(পঞ্চাশ লক্ষ) টাকার অধিক উদ্ধৃত দর গৃহিত হওয়ার পরবর্তী ৯০(নব্বই) দিবসের মধ্যে, দরদাতা সমূদয় মূল্য পরিশোধ করবেন এবং তা করতে ব্যর্থ হলে নিলাম কর্তৃপক্ষ জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত করবে।

(২গ) নিলাম কর্তৃপক্ষের নিকট, উপ-ধারা (২) এর অধীন দাখিলকৃত দরপত্রে সম্পত্তির প্রস্তাবকৃত মূল্য অস্বাভাবিকভাবে অপর্যাপ্ত বা কম পরিগণিত হয়, তা হলে) নিলাম কর্তৃপক্ষ, কারণ লিপিবদ্ধ করে, উক্ত দর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করতে পারবে।

(৩) উপ-ধারা (২খ) এর অধীনে জামানত বাজেয়াপ্ত হলে এর অর্থ সংশ্লিষ্ট শাখার আয় খাতে জমা করবে, দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতা কর্তৃক উদ্ধৃত দর এবং পূর্বে বাজেয়াপ্তকৃত জামানত একত্রে সর্বোচ্চ দরদাতা কর্তৃক উদ্ধৃত দর অপেক্ষা কম না হলে, উক্ত দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতাকে সম্পত্তি নিলাম খরিদ করতে আহবান করবে, এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতা আহুত হওয়ার পর উপ-ধারা (২খ) এ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করবেন এবং তা করতে ব্যর্থ হলে তার জামানত বাজেয়াপ্ত হবে এবং জামানতের উক্ত অর্থ সংশ্লিষ্ট শাখার আয় খাতে জমা করবে।

(৪) কোন সম্পত্তি উপ-ধারা (১),(২),(২ক),(২খ),(২গ) ও (৩) এর বিধান অনুসারে নিলাম বিক্রয় করা সম্ভব না হলে, নিলাম কর্তৃপক্ষ পুনরায় কমপক্ষে বহুল প্রচারিত ২(দুই)টি বাংলা জাতীয় দৈনিক পত্রিকায়, যদি থাকে উপ-ধারা (১) এর অনুরূপ পদ্ধতিতে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়ে টেন্ডার আহবান করবে, এবং বিক্রয় ও বাজেয়াপ্ত বিষয়ে উপ-ধারা (২) (২ক),(২খ),(২গ) ও (৩) এ উল্লেখিত বিধান অনুসরন করবে।

চলমান পাতা-০৩

ধারা-৩. <u>নিলাম কর্তৃপক্ষ এবং নিলামে প্রাপ্ত দরপত্রসমূহ মূল্যায়ণ সংক্রান্ত কমিটি সংক্রান্ত বিধানাবলীঃ</u>

(১) অর্থঋণ আদালত আইন ২০০৩, এর ৩৩(৭) ধারায় সনদপ্রাপ্ত এবং ১ ধারায় বর্ণিত যোগ্যতাসম্পন্ন কোন সম্পত্তি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শাখা, মুখ্য আঞ্চলিক কার্যালয় ও বিভাগীয় কার্যালয় এর প্রধানগণ একত্রে নিলাম কর্তৃপক্ষ হিসেবে বিবেচিত হবেন।

(২) অর্থঋণ আদালত আইন ২০০৩, এর ৩৩(৭) ধারায় সনদপ্রাপ্ত এবং ১ ধারায় বর্ণিত যোগ্যতাসম্পন্ন কোন সম্পত্তি বিক্রয়ের নিলাম অনুমোদন/সুপারিশঃ

অর্থঋণ আদালত আইন ২০০৩, এর ৩৩(৭) ধারায় সনদপ্রাপ্ত এবং ১ ধারায় বর্ণিত যোগ্যতাসম্পন্ন কোন সম্পত্তি সম্পূর্ণ/আংশিকভাবে নিলাম ডাকা হলে সম্পূর্ণ/ আংশিক সম্পত্তির নিলাম মূল্য, নিরুপিত বাজারমূল্য অপেক্ষা কম/সমপরিমাণ/বেশি হলে নিলাম ডাকমূল্যে ব্যাংকের সম্মতি/মতামত প্রদানের বিষয়ে কার্যপরিধিসহ নিম্নরূপভাবে নিলাম কমিটি কাজ করতে পারবেঃ

(২ক) আঞ্চলিক নিলাম কমিটিঃ

মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক - সভাপতি
আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা - সদস্য
আঞ্চলিক হেড কোয়াটার শাখার ব্যবস্থাপক- সদস্য
মুখ্য আঞ্চলিক /আঞ্চলিক কার্যালয়ের ২য় জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা- সদস্য
সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপক - সদস্য সচিব

(২খ) এলপিও'র নিলাম কমিটিঃ

সংশ্লিষ্ট মহাব্যবস্থাপক - সভাপতি
উপমহাব্যবস্থাপক (এলপিও) - সদস্য
সহকারী মহাব্যবস্থাপক (নিরীক্ষা বিভাগ, প্রকা, ঢাকা) - সদস্য
মোকদ্দমা পরিচালনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা - সদস্য
সহকারী মহাব্যবস্থাপক (এলপিও, ঋণ ও অগ্রিম) - সদস্য সচিব

(২গ) বিভাগীয় নিলাম কমিটিঃ

মহাব্যবস্থাপক, বিভাগীয় কার্যালয়, সভাপতি
উপমহাব্যবস্থাপক, পরিচালন,বিভাগীয় কার্যালয় - সদস্য
উপমহাব্যবস্থাপক, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয় - সদস্য
মুখ্য আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক (বিভাগীয় সদর) - সদস্য
উপমহাব্যবস্থাপক, কর্পোরেট শাখা - সদস্য (কর্পোরেট শাখার প্রস্তাব থাকলে)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক, বিভাগীয় কার্যালয় - সদস্য সচিব

চলমান পাতা-০৪

(৩) <u>কমিটির কার্যপরিধিঃ</u>

(ক) আঞ্চলিক নিলাম কমিটি ও এলপিও নিলাম কমিটিঃ

(১) ৫০.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বাজারমূল্যের ক্ষেত্রে সম্পত্তি আংশিক/সম্পূর্ণ নিলাম ডাকের বিপরীতে নিরুপিত বাজারমূল্যের সমপরিমাণ বা তদুর্ধ্ব টাকার নিলাম ডাককারী পাওয়া গেলে আঞ্চলিক কমিটি/এলপিও কমিটি নিলাম বিক্রির অনুমোদনের সুপারিশ বিভাগীয় কার্যালয়ের মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়ের এস্টেট এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে প্রেরণ করবে।

(২) আঞ্চলিক নিলাম কমিটির ক্ষমতা বর্হিভূত যে কোন অংকের নিলাম ডাক পাওয়ার ক্ষেত্রে তাদের সুপারিশ সম্বলিত একটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিটির নিকট প্রেরণ করবে। সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিটির নিকট উক্ত প্রস্তাবসমূহ গ্রহণযোগ্য বলে প্রতীয়মান হলে কমিটি নিলাম বিক্রির অনুমোদনের সুপারিশ প্রধান কার্যালয়ের এস্টেট এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে প্রেরণ করবে।

(৩) এলপিও নিলাম কমিটি তাদের ক্ষমতা বর্হিভূত নিলাম ডাক পাওয়ার ক্ষেত্রে তাদের সুপারিশ সম্বলিত প্রস্তাব প্রধান কার্যালয়ের এস্টেট এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে প্রেরণ করবে।

(খ) বিভাগীয় নিলাম কমিটিঃ

(১) ৫০.০০ লক্ষ টাকা বা তদুর্ধ্ব বাজারমূল্যের ক্ষেত্রে সম্পত্তি আংশিক/সম্পূর্ণ নিলাম ডাকের বিপরীতে বাজারমূল্যের সমপরিমাণ বা তদুর্ধ টাকার ডাককারী পাওয়া গেলে বিভাগীয় নিলাম কমিটি নিলাম বিক্রির অনুমোদনের সুপারিশ প্রধান কার্যালয়ের এস্টেট এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে প্রেরণ করবে।

(২) কর্পোরেট শাখার নিলামের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় নিলাম কমিটি উপরের উপধারা-ক এবং খ(১) উপ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ধারা-৪. <u>নিলাম কমিটির সুপারিশ অনুমোদন ও নিলাম কার্যকর ও সম্পত্তি হস্তান্তর সংক্রান্ত বিধানাবলীঃ</u>

(১) আঞ্চলিক নিলাম কমিটি, এলপিও নিলাম কমিটি ও বিভাগীয় নিলাম কমিটির এখতিয়ারাধীন/ ক্ষমতা বর্হিভূত নিলাম বিক্রির অনুমোদনের সুপারিশ প্রাপ্তির পর প্রধান কার্যালয়ের এস্টেট এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ ব্যাংক কর্তৃপক্ষের/ব্যবস্থাপনা পরিচালকের মতামত/অনুমোদন গ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহন করবে। ব্যাংক কর্তৃপক্ষের/ব্যবস্থাপনা পরিচালকের মতামত/অনুমোদন গ্রহনের পর এস্টেট এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ দ্রুততম সময়ের মধ্যে মাঠ কার্যালয়কে অবহিত করবে।

(২) কোন সম্পত্তি নিলামে বিক্রয়ের বিষয়ে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের/ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অনুমোদনের পর সংশ্লিষ্ট কমিটি নিলাম কার্যকর করবে। নিলাম বিজেতার নিকট হতে প্রাপ্য সমুদয় টাকা আদায় করবে। সেইসাথে নিলামকৃত সম্পত্তি নিলাম বিজেতার নিকট হস্তান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবে পাশাপাশি বিআরপিডি সার্কুলার-২২ মোতাবেক হিসাব সমন্বয় করে অত্র বিভাগকে অবহিত করবে।

(৩) কোন সম্পত্তি নিলামে বিক্রয়ের বিষয়ে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের/ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অনুমোদন পাওয়া না গেলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী নিলাম কমিটি/মাঠ কার্যালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

চলমান পাতা-০৫

ধারা-৫. নিলাম সংক্রান্ত অন্যান্য বিধানাবলীঃ

(১) অর্থ ঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর ৩৩ (৭) ধারায় ব্যাংকের মালিকানা প্রাপ্ত সম্পত্তির ঋণের সুদ মওকুফ করা যাবে না। সেক্ষেত্রে প্রধান কার্যালয়ের এস্টেট এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সার্কুলারসমূহে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। তবে, ৩৩ (৭) ধারায় ব্যাংকের মালিকানা প্রাপ্ত সম্পত্তির অস্তিত্ব না থাকলে/সম্পত্তির মূল্য ব্যাংকের পাওনার তুলনায় কম হলে এবং বাস্তব কোন কারণে সম্পত্তির মিউটেশান/বিক্রি বা দখল নেয়া সম্ভব না হলে সেক্ষেত্রে যথাযথ কারণ উল্লেখপূর্বক প্রধান কার্যালয়ের এস্টেট এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের মতামত গ্রহণ সাপেক্ষে সুদ মওকুফ প্রস্তাব উপস্থাপন করা যাবে এবং পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত/নিষ্পত্তিযোগ্য হবে।

(২) এই নীতিমালার আলোকে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এর অনুকুলে অর্থঋণ আদালত আইন ২০০৩, এর ৩৩(৭) ধারায় সনদপ্রাপ্ত সম্পত্তি/ আংশিক সম্পত্তি নিলাম বিক্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৩) এই নীতিমালাটি বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এর ম্যান পাওয়ার অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বিভাগের ২৪.১২.২০১৯ তারিখে পরিপত্র নং-১৪/২০১৯ এর আলোকে জারীকৃত ক্রেডিট পলিসি এন্ড ম্যানুয়াল-২০১৯ এর অনুসরণে প্রস্তুত করা হয়েছে, যা পরিবর্তন, সংশোধন, পরিমার্জন যোগ্য। ভবিষ্যতে বাংলাদেশ সরকারের কোনো আইন/বিধিবিধান, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এর অন্য কোনো আইন/বিধিবিধান, বাংলাদেশ ব্যাংকের কোনো আইন/বিধিবিধান/নীতিমালা, ক্রেডিট পলিসি এন্ড ম্যানুয়াল-২০১৯, বিআরপিডি সার্কুলার-২২ ইত্যাদি এর সাথে উক্ত নীতিমালা/ এর কোনো অংশ সাংঘর্ষিক বলে প্রতীয়মান হলে ত্রুটিপূর্ণ অংশ বাতিল বলে বিবেচ্য হবে।

০৬। এমতাবস্থায়, অর্থঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর ৩৩ (৭) ধারায় সনদপ্রাপ্ত এবং অ-ব্যাংকিং সম্পদ (Non-Banking Asset) হিসেবে প্রদর্শিত সম্পত্তি নিলামে বিক্রয়ের নিমিত্ত ব্যাংকের বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টা কর্তৃক ভেটিংকৃত "নিলাম সংক্রান্ত নীতিমালা-২০২৪" পরিপত্র আকারে জারীকরনের প্রস্তাব ২০/১১/২০২৪ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের ৮৬৫ তম সভায় অনুমোদিত হওয়ায় সকলের অবগতি ও পরিপালনের জন্য জারী করা হলো।

24.11.2024.

(মোহাম্মদ সালাহউদ্দীন রাজীব)
মহাব্যবস্থাপক
ঋণ আদায় মহাবিভাগ

প্রকা/ইইডি-১৪(৮)/২০২৪-২০২৫/ ৫৫৫ তারিখঃ ২৪/১১/২০২৪ ইং

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো(ই-মেইলযোগে)ঃ

০১। চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০২। স্টাফ অফিসার, সকল উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৩। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৪। সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৫। সচিব, পর্ষদ সচিবালয়/ সকল উপমহাব্যবস্থাপক, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা। অত্র পরিপত্রটি ব্যাংকের নিজস্ব ওয়েবসাইটে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য উপ-মহাব্যবস্থাপক, আইসিটি সিস্টেমস বিভাগকে অনুরোধ করা হলো।
০৬। উপ-মহাব্যবস্থাপক, সকল কর্পোরেট শাখা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৭। সকল মুখ্য আঞ্চলিক/ আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৮। সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৯। সকল শাখা ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক(মুখ্য আঞ্চলিক কার্যালয়/ আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে)।
১০। নথি/মহানথি।

২৪.১১.২৪

(মোঃ আনোয়ারুল আজিম খান)